

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

তারিখ: ০১ পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ৩৭২-আইন/২০১৫।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (Act No. XXXII of 1975) এর section 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

১। শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—(১) এই আদেশ চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবে, যথা:—

(ক) অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে প্রদান করা হইবে;

(খ) কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে এই আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়ের বেতন বকেয়া হিসাবে প্রাপ্য হইবেন;

(১০৭৮৭)

মূল্য : টাকা ২০.০০

- (গ) এই আদেশের অধীন প্রদেয় অন্যান্য সকল ভাতা ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে;
- (ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘ ভাতা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;
- (ঙ) দফা (ঘ) তে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে যে সকল কর্মচারী অবসরোত্তর (পিআরএল) ছুটিতে আছেন তাহারা অবসরোত্তর ছুটিতে থাকিবার সময়ে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা।—দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন তিনি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন সেই হারে অবসরোত্তর ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি ব্যতীত পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

- (ক) শিক্ষানবিস (apprentice) অথবা প্রশিক্ষার্থী (trainee) হিসাবে অথবা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং
- (খ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

- (ক) “জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫” অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল;
- (খ) “বর্তমান বেতন” অর্থ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতনসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন বা ভাতা, যদি থাকে;
- (গ) “বর্তমান বেতনস্কেল” অর্থ চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;
- (ঘ) “মূল স্কেল”, “সিলেকশন গ্রেড স্কেল”, “সিনিয়র স্কেল” বা “উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)” অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)।

৪। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর প্রাপ্যতা।—৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বা উহার পূর্বে কোন কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩(১) এ বর্ণিত তীহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫-এর অনুরূপ স্কেল প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যিনি এই আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড স্কেল) পাইবার অধিকারী, তিনি চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা প্রাপ্য হইবেন।

৫। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ বেতন নির্ধারণ।—যে কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তীহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথাঃ—

- (ক) বর্তমান বেতনস্কেলের (বিদ্যমান স্কেল) প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন কর্মচারীর বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;
- (খ) যদি কোন কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সংশ্লিষ্ট স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমত উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে, ইহার পর নির্ণিত পার্থক্য অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫) প্রারম্ভিক ধাপের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং এই যোগফল যদি-
- (অ) অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;
- (আ) অনুরূপ স্কেলে ঐ অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে তীহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;

উদাহরণ ১:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন কর্মচারী ৪৭০০-২৬৫ x ৭-৬৫৫৫ -ইবি- ২৯০ x ১১-৯৭৪৫ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে অর্থাৎ ৪৭০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৯৩০০-২২৪৯০ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৯৩০০ টাকায় তীহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন কর্মচারীর মূল বেতন বর্তমানে ৬৪০০-৪১৫x৭-৯৩০৫-ইবি- ৪৫০x১১-১৪২৫৫ টাকার স্কেলে ৭২৩০ টাকা। এই ক্ষেত্রে ১-৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ১২৫০০-৩০২৩০ টাকার স্কেলে তীহার বেতন নির্ধারিত হইবে ১৩৭৯০ টাকা।

ব্যাখ্যা।—বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় $৭২৩০-৬৪০০=৮৩০$ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ৮৩০ টাকা অর্থাৎ $(১২৫০০+৮৩০)= ১৩৩৩০$ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ১৩৭৯০ টাকায় তঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

- (গ) যে সকল কর্মচারীর বেতন অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন ৭৮০০০ নির্ধারিত তঁহাদের ক্ষেত্রে দফা (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না;
- (ঘ) যদি কোন কর্মচারীর বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে নতুন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় তঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসেবে প্রদান করা হইবে;
- (ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যঁহারা উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি পাইবেন, তঁহাদের বেতন প্রথমে নিম্নপদে নির্ধারণের পর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে;
- (চ) যে কর্মচারী প্রেষণে কর্মরত আছেন, প্রেষণে কর্মরত না থাকিলে তঁহার মূল অফিসে অথবা প্রতিষ্ঠানে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;
- (ছ) যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে ছুটিতে ছিলেন, জাতীয় বেতনস্কেলে সেই কর্মচারীর বেতন, তঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;
- (জ) যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ছিলেন, সে কর্মচারী পুনর্বহাল না হইলে এবং বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে তঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ নির্ধারণ করা হইবে না; এইরূপ পুনর্বহালকৃত কর্মচারীর বেতন ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথমত বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;
- (ঝ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যে সকল কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে রহিয়াছেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে; এইরূপ ক্ষেত্রে অবসরোত্তর ছুটির সময়ে যদি তঁহার বার্ষিক বর্ধিত বেতনের তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে তিনি অবসরোত্তর ছুটির সময়ে উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন;
- (ঞ) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে কর্মচারীর অবসরোত্তর ছুটি শেষ হইবে অর্থাৎ যিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৬। সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এর বিলোপ।—চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের তারিখ (অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫) হইতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর বা টাইম স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি বিলুপ্ত হইবে।

৭। উচ্চতর গ্রেডের প্রাপ্যতা।—(১) কোন স্থায়ী কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১তম বৎসরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন স্থায়ী কর্মচারী তাহার চাকরির ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ (ছয়) বৎসরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হইলে ৭ম বৎসরে চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ উল্লিখিত আর্থিক সুবিধা বেতনস্কেলের ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে এবং ৪র্থ গ্রেড বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কোন কর্মচারী এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক এই আদেশের অধীন ৩য় গ্রেড বা তদুর্ধ্ব গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) কোন কর্মচারী দুই বা ততোধিক সিলেকশন গ্রেড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হইবেন না।

৮। কর্মচারীদের গ্রেড ভিত্তিক পরিচিতি।—আপাতত বলবৎ এতদসংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্মচারীগণ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে বিভাজনের বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনস্কেলের গ্রেডভিত্তিক পরিচিতি হইবেন।

৯। পেনশন ও গ্র্যাচুইটি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।—পেনশন ও গ্র্যাচুইটি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে যথাক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং স্মারক এবং General Provident Fund Rules, 1979 এর বিধানাবলি (সর্বশেষ সংশোধিত) অনুসরণীয় হইবে।

১০। অবসরভোগীদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন।—(১) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

- (ক) পেনশন, সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;
- (খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনভোগীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে;
- (গ) বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে;
- (ঘ) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীদের নীট পেনশনের পরিমাণ হইবে সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা;
- (ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মচারী (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে—

- (ক) ১২ (বারো) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটি ভোগের সুবিধা পাইবেন; এবং
(খ) ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা ভোগ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্য সুবিধা ১ জুলাই ২০১৫ তারিখের পূর্বে প্রাপ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বা উহার পর যে সকল কর্মচারী ইতোমধ্যে পিআরএল ভোগরত রহিয়াছেন তাঁহারাও পিআরএল ছুটি-পূর্ব মূল বেতনের ভিত্তিতে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১১। বেতন নির্ধারণের পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment)।—(১) সকল কর্মচারীর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে প্রতি বৎসর ১ জুলাই অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর সকল কর্মচারীর পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে ১ জুলাই ২০১৬:

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন যোগদানকৃত কোন কর্মচারীর কোয়ালিফাইং চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস হইলে তিনি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের পূর্বদিন (অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫) পর্যন্ত কোন কর্মচারীর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইলে তাহা প্রদেয় হইবে:

(৩) বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত দক্ষতার সীমা [Efficiency Bar-(EB)] সংক্রান্ত বিধানাবলী বিলুপ্ত হইবে।

১২। প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।—(১) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ২২০০০-৫৩০৬০ (৯ম গ্রেড) বা তদুর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে-

(ক) একজন এম.বি.বি.এস ডিগ্রিধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রিধারীকে ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি এইরূপ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্বাস্থ্যবিদ্যায় ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রিসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এ ডিগ্রি রহিয়াছে, অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রহিয়াছে এবং যদি এইরূপ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সকল কর্মচারীকে ২ (দুই)টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে;

(গ) কোন কর্মচারী যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি উক্ত লাইসেন্স তঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত কর্মচারী নিয়োগ লাভের সময় ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপে এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি কেবল চাকরিতে প্রথম নিয়োগ লাভের সময় প্রাপ্য হইবেন এবং ইহা পরবর্তী পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মচারীদের প্রবেশ পদ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৮ম গ্রেডে নির্ধারিত হইবে এবং ইতোমধ্যে ৯ম গ্রেডভুক্ত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মচারীগণের বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ স্কেল অর্থাৎ ৯ম গ্রেডে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অতঃপর ৮ম গ্রেডের সংশ্লিষ্ট ধাপের সহিত মিলাইয়া প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

১৩। পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।—(১) কোন কর্মচারী কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে অথবা তঁহার পাওয়ার স্কেলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তঁাহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা:—

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড নং	বেতন স্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১.	টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২.	টাকা ৬৬০০০—৭৬৪৯০	১৭ বৎসর
৩.	টাকা ৫৬৫০০—৭৪৪০০	১৪ বৎসর
৪.	টাকা ৫০০০০—৭১২০০	১২ বৎসর
৫.	টাকা ৪৩০০০—৬৯৮৫০	১০ বৎসর
৬.	টাকা ৩৫৫০০—৬৭০১০	৫ বৎসর
৭.	টাকা ২৯০০০—৬৩৪১০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদ বলিতে কেবল ৯ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডে নিয়োজিত প্রকৃত চাকরির মেয়াদ বুঝাইবে।

১৪। ভাতাদির প্রাপ্যতা।—(১) ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বা ক্ষেত্রমত টাকার অংকে নির্ধারিত ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে রহিত করা হইল।

(৪) ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত পদধারীগণ তাঁহাদের পদের পার্শ্বে উল্লিখিত হারে নিম্নবর্ণিত ভাতাসমূহ প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

	পদের নাম	মাসিক ভাতার হার (টাকা)
(ক)	বিশেষ ভাতাঃ	
১	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান/ এসপিবিএনঃ	
	এ এস পি (কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে)	২৭০
	এ এস পি (এ্যাডজুটেন্ট হিসাবে)	২৭০
	এ এস আই (সশস্ত্র) (হাবিলদার মেজর ও কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে)	৬০
২	জেলা পুলিশঃ	
	অতিরিক্ত এস পি (সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত)/	২৭৫
	এ এস পি (সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত)	২৬৫
৩	বিশেষ শাখা এবং জেলা এস বিঃ	
	এ এস পি	৩৬০
	পরিদর্শক	২৭০
	এস আই/ সার্জেন্ট	২৭০
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)	৭৫
	কনস্টেবল	৪৫
	গার্ড কনস্টেবল	৪৫
৪	মেট্রোপলিটন পুলিশ (এম,পি এলাউন্স) :	
	এস আই/ সার্জেন্ট	৬০
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)	৬০
	নায়েক	৬০

	কনস্টেবল	৬০
	পদের নাম	মাসিক ভাতার হার (টাকা)
৫	সি আই ডি/ পিবিআইঃ	
	এ এস পি	৩৬০
	পরিদর্শক	২৭০
	এস আই	১৮৫
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)	৪৫
	কনস্টেবল	৪৫
৬	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহঃ	
	এ এস পি	৩৬০
	পরিদর্শক	২৭০
	এস আই	১৮৫
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)	৭৫
	(*শুধু অনুমোদিত ইন্সট্রাক্টর পদের বিপরীতে প্রাপ্য)	
৭	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান/এসপিবিএনঃ	
	এস পি	৯০০
	অতিরিক্ত এস পি	৭২০
	এ এস পি	৫৫০
(খ)	* এ্যাকটিং এলাউন্সঃ (আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এর জন্য)	
	পরিদর্শক	১৮৫
	এ এস আই (সশস্ত্র)	৪৫
	*একজন এস আই যখন একজন পরিদর্শকের স্থলে এবং একজন এ এস আই (সশস্ত্র) যখন একজন এস আই এর স্থলে ৩০ দিনের অধিক দায়িত্ব পালন করিবেন তখন এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।	
(গ)	নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতাঃ	
	(স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং জেলা এস বি)	
	পরিদর্শক	১৮৫
	এস আই/ সার্জেন্ট	১৮৫
	* (ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পরিদর্শক এবং এস আই-গণের জন্য যাহাদের কেবল বহিরাঙ্গন দায়িত্ব দেওয়া হয়)	
	সি আই ডি/ পি বি আই	
	পরিদর্শক	১৮৫
	এস আই/ সার্জেন্ট	১৮৫
	* (ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পরিদর্শক এবং এস আই-গণের জন্য যাহাদের কেবল বহিরাঙ্গন দায়িত্ব দেওয়া হয়)	

	পদের নাম	মাসিক ভাতার হার (টাকা)
(ঘ)	টেলিকম এলাউন্সঃ	
	এ এস পি	৩৭৫
	পরিদর্শক	২৭০
	এস আই	১৮৫
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)	১১৫
	কনস্টেবল	১০০
(ঙ)	মাউন্টেড পুলিশ এলাউন্সঃ	
	এ এস আই (সশস্ত্র)	৪৫
	নায়ক	৪৫
	কনস্টেবল	৪৫
(চ)	পি,বি,এক্স এলাউন্সঃ	
	এ এস আই	৭৫
	কনস্টেবল	৪৫
(ছ)	মোটর সাইকেল ভাতাঃ	
	এস আই এবং সকল ইউনিটের সার্জেন্টগণ	২১৫
(জ)	সশস্ত্র শাখা ভাতাঃ	
	সশস্ত্র শাখার কনস্টেবল	১৫
(ঝ)	কিট ভাতা (সকল পোশাকধারী শাখার জন্য):	
	এ এস পি হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের (প্রারম্ভিক)	১০৭১৫
	এ এস পি হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের (বাৎসরিক নবায়ন)	৬৫৯০
	পুলিশ পরিদর্শক (আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের পরিদর্শক ব্যতীত)(প্রারম্ভিক)	৫৩৫৫
	বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরি	৪৩৯৫
<p>ব্যাখ্যা: (১) একজন কর্মকর্তা সমগ্র চাকরি জীবনে শুধু একবারই প্রারম্ভিক মঞ্জুরি প্রাপ্য হইবেন, কোন কর্মকর্তা যিনি পূর্বে উক্ত মঞ্জুরি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি পুনরায় উহা প্রাপ্য হইবেন না, তবে যদি কোন কর্মকর্তা পদোন্নতির কারণে উচ্চতর প্রারম্ভিক মঞ্জুরি প্রাপ্য হন, তাঁহা হইলে তিনি উচ্চ ও নিম্ন হারের পার্থক্যটুকু পদোন্নতির পর গ্রহণ করিতে পারিবেন;</p>		

(২) একজন পুলিশ কর্মকর্তা (পরিদর্শক এবং তদূর্ধ্ব) যখন কোন সাধারণ পোশাকধারী শাখায় (ডি,এস,বি এবং এস,বি/ সি,আই,ডি) নিযুক্ত হন তখন তিনি—		
(ক) সচরাচর প্রাপ্য কিট ভাতা (kit allowance) যাহা পোশাকধারী শাখায় তাহার সমপর্যায়ের সহকর্মী পাইয়া থাকেন তাহা প্রাপ্য হইবেন; এবং		
(খ) পোশাকধারী শাখায় তাহার সমপর্যায়ের কর্মকর্তার প্রাপ্য নবায়ন পোশাক ভাতার অর্ধেক তিনি প্রাপ্য হইবেন। তবে যদি বৎসরের যে কোন সময় সাধারণ পোশাক শাখা হইতে পোশাকধারী শাখায় বদলি হন তাহা হইলে পোশাকধারী শাখায় প্রাপ্য নবায়ন ভাতা ও সাধারণ ভাতা ও সাধারণ পোশাকে উত্তোলিত ভাতার পার্থক্যটুকু প্রাপ্য হইবেন।		
(ঞ)	কিট ভাতাঃ এস বি/ ডি এস বি/ সি আই ডি/ ডি টি এস	
	এস আই-প্রারম্ভিক মঞ্জুরি	১৭৮৫
	এস আই-বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরি	৯০০
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)/ সকল ইউনিটের কনস্টেবল-প্রারম্ভিক মঞ্জুরি	১২৬০
	এ এস আই/ এ এস আই (সশস্ত্র)/ সকল ইউনিটের কনস্টেবল-বাৎসরিক নবায়ন মঞ্জুরি	৭১৫
(ট)	খোলাই ও চুল কাটা ভাতাঃ সকল ইউনিটের এস, আই/ সার্জেন্ট হইতে কনস্টেবল পর্যন্ত	৮৫
(ঠ)	ড্রাইভিং এলাউন্সঃ সকল ড্রাইভার	৬০
(ড)	ক্রিনার এলাউন্সঃ সকল ক্রিনার কনস্টেবল	৩০
(ঢ)	আর্মরার এলাউন্সঃ সকল আর্মরার কনস্টেবল	৩০
(ণ)	বিউগলার এলাউন্সঃ সকল বিউগলার কনস্টেবল	১৫
(ত)	নার্সিং এলাউন্সঃ সকল নার্সিং কনস্টেবল	৩০
(থ)	দৈনিক/খোরাকী ভাতাঃ সিঙ্গেল রেশন প্রাপ্ত সদস্যদের (এপিবিএন ব্যতিত জনপ্রতি মাসিক)	৫১০
(দ)	ট্রাফিক এলাউন্সঃ ট্রাফিক এলাউন্স হিসাবে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত টাকা, সর্বোচ্চ ৩২৫০ টাকা (নির্ধারিত) থাকিবে, তবে ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বা পরবর্তী সময়ে যোগদানকৃত কর্মচারীগণ জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী মূল স্কেলের উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যমান হার অনুযায়ী উল্লিখিত ভাতা সর্বোচ্চ ৩২৫০ টাকা (নির্ধারিত) পাইবেন।	

১৫। চিকিৎসাবাতা।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মচারী মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে চিকিৎসাবাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসাবাতা মাসিক ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং অন্যান্য অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসাবাতা ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হইবে।

১৬। বাংলা নববর্ষ ভাতা।—(১) সকল কর্মচারী আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাংলা নববর্ষভাতা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইবে।

(৩) মাসিক নীট পেনশনগ্রহণকারী অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণও এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বাংলা নববর্ষভাতা পাইবার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। কনস্টেবলদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতা।—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ পুলিশ) এর ১২নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হারে ও শর্তাধীনে কনস্টেবলগণ, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাড়িভাড়া ভাতা পাইবেন।

(২) যে সকল বিবাহিত কনস্টেবলকে বিবাহিত বাসস্থান বরাদ্দ করা হয় নাই এবং ব্যারাকেও অবস্থান করেন না, তাঁহারা ১ জুলাই, ২০১৬ তারিখে নিম্ন সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

মূল বেতন	মাসিক বাড়িভাড়া ভাতার হার		
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৯৭০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৬০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫০০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৫০০
টাকা ৯৭০১ হইতে টাকা ১৬০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৪০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ১৬০০১ হইতে তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০

(৩) যে সকল বিবাহিত কনস্টেবলকে সরকারি বাসস্থান বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ব্যারাকে অবস্থান করেন, তাঁহারা মূল বেতনের ৪০% হারে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য অংকের ভিত্তিতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) অবিবাহিত কনস্টেবল তাঁহাদের মূল বেতনের ২০% হারে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য অংকের ভিত্তিতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১৮। কনস্টেবল ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতা।—(১) কনস্টেবল ব্যতীত সকল কর্মচারী, উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর বিধান সাপেক্ষে, চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ পুলিশ) এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়িভাড়া ভাতা পাইবেন।

(২) যে সকল কর্মচারী সরকারী বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) আপাতত বলবৎ এতদসংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল কর্মচারী সরকারী বাসস্থানে বসবাস করেন, ১ জুলাই ২০১৫ হইতে তাহাদের মূল বেতনের ৫%-৭.৫% হারে বাড়ি ভাড়া কর্তনের বর্তমান বিধানাবলী রহিত করা হইল, এবং ১ জুলাই ২০১৫ হইতে ইতোমধ্যে কর্তনকৃত অর্থ সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৪) যে কর্মচারী সরকারী বিধি-বিধান অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকিবার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না, তবে তিনি বাড়িভাড়া ভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(৫) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারী বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারী বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) প্রচলিত বিধান মোতাবেক পূর্ববৎ বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৬) যে সকল কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি রহিয়াছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) যদি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কোন কর্মচারীকে কর্মস্থলে অথবা তৎসম্মিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলোয় একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়িভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন, তবে, উক্ত একক সীট বা একক কক্ষের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা নির্ধারিত কোন Improved Accommodation (যেমন- গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, স্টিমার বা লঞ্চার বার্থ) এ যদি কর্মচারীকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করিতে হইবে, তবে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বাড়িভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়িভাড়া ভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

মূল বেতন	মাসিক বাড়িভাড়া ভাতার হার		
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৯৭০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৬০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫০০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৫০০
টাকা ৯৭০১ হইতে টাকা ১৬০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৪০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ১৬০০১ হইতে টাকা ৩৫৫০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০
টাকা ৩৫৫০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৯৫০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৬০০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ১৩৮০০

১৯। ভ্রমণভাতা।—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

২০। উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা।—(১) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং- অম/ অবি(বাস্ত)-৪/ এফবি-১২/ ৮৬/ ২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ ও সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং Bangladesh

Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদেয় হইবে; এই ভাতা একবার উত্তোলন করা হইলে পরবর্তীকালে বেতন নির্ধারণ জনিত (Pay Fixation) কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

(২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/ অবি/ বিধি-১/ চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

(৩) ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ, ১০০% পেনশন সমর্পণ না করিলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হইতেন উক্ত পরিমাণ, প্রতি অর্থ বৎসরে দুইটি উৎসবভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন; মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগীদের নীট পেনশনের হার যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয় অনুরূপভাবে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীদের ক্ষেত্রেও শুধু উৎসবভাতা প্রাপ্তির জন্য নীট পেনশনের হার বৃদ্ধি পাইবে, তবে এইক্ষেত্রে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

২১। শিক্ষা সহায়কভাতা।—(১) সকল কর্মচারীর জন্য সন্তান প্রতি মাসিক ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা হারে এবং অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) টাকা শিক্ষা সহায়কভাতা প্রদেয় হইবে, তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সরকারি কর্মচারী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে ২১ (একুশ) বৎসর পর্যন্ত বয়সী সন্তানেরা শিক্ষা সহায়কভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) শিক্ষা সহায়কভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৭৯ নং স্মারক অনুসরণ করিতে হইবে।

২২। টিফিনভাতা।—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১১ নং হইতে ২০ নং গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ (দুই শত) টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হইবেন, তবে যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। কার্যভারভাতা।—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর মূল বেতনের ১০% হারে কার্যভারভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ইহার সর্বোচ্চ সীমা হইবে মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।

২৪। যাতায়াতভাতা।—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১১ নং হইতে ২০ নং গ্রেডের বেসামরিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে মাসিক ৩০০ (তিন শত) টাকা হারে যাতায়াতভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৫। পাহাড়িভাতা।—পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা সদর ও সদর উপজেলায় নিযুক্ত সকল কর্মচারীর জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং অন্যান্য উপজেলার জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পাহাড়িভাতা প্রদেয় হইবে।

২৬। ঝুঁকিভাতা।—(১) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে পুলিশ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সর্বশেষ যে পরিমাণ (টাকার অংকে) ঝুঁকি ভাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), আহরণ করিতেন, সেই পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা (পদভিত্তিক) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৮/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৫৮.১৫.৮০ এবং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৫৮.১৫.৮১ নং স্মারক অনুযায়ী ভাতা হিসাবে পাইতে থাকিবেন, নতুন বেতনস্কেলের সহিত ১ জুলাই ২০১৫ বা পরবর্তী সময়ে বেতনের শতাংশ হিসাবে এই ভাতার হার বা পরিমাণ নির্ধারিত হইবে না।

(২) পুলিশ বিভাগের যে সকল কর্মচারী র‍্যাংগ-এ নিয়োজিত হইবেন তাঁহারা নিজ বাহিনীর জন্য নির্ধারিত ঝুঁকি ভাতা বা বিশেষ ভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) পুলিশ বিভাগের যে সকল কর্মচারী জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগে প্রেষণে নিয়োজিত রহিয়াছেন বা থাকিবেন, তাঁহারা পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এতদসংক্রান্ত আদেশ অনুযায়ী বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৭। আয়কর।—আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর আইনের বিধান মোতাবেক নিজের বেতন খাতের আয়সহ মোট আয় নিরূপণ ও নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধপূর্বক যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিবেন।

২৮। অন-লাইনে বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ জারির পর প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী ইন্টারনেট (online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে (www.payfixation.gov.bd) লগ ইন করিয়া নিজ নিজ বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation) জন্য নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিবেন।

(২) লগ ইন করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে তাঁহার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর এবং জন্ম তারিখ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) কোন কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিলে, তাকে বেতন নির্ধারণের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করিতে হইবে, একইভাবে, কোন কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্ম তারিখ চাকরির রেকর্ডের জন্ম তারিখ হইতে ভিন্ন হইলে তাকেও বেতন নির্ধারণের পূর্বে চাকরির রেকর্ডে উল্লিখিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন করিতে হইবে।

(৪) লগ ইন করিবার পর বেতন নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিতে হইবে।

(৫) তথ্যাদি দাখিল (Submit) করিবার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন বেতনস্কেলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মূল বেতনের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে, অতঃপর বেতন নির্ধারণী ওয়েবসাইট হইতে দুইটি কপি 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী' (Hard Copy) প্রিন্ট করিয়া স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রতিপাদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) যে সকল কর্মচারীর জন্য সার্ভিস বই সংরক্ষণ প্রযোজ্য তাঁহাদেরকে একই সাথে সার্ভিস বইও প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) অনলাইনে দাখিলকৃত প্রত্যেকটি বেতন নির্ধারণী বিবরণী তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে পাওয়া যাইবে, হিসাবরক্ষণ অফিস প্রাপ্ত বিবরণীর সঠিকতা অনলাইনে যাচাই করিবে এবং সঠিক প্রতীয়মান হইলে তাহা অনলাইনে প্রতিপাদন করিবে।

(৮) প্রতিপাদনের পর হিসাবরক্ষণ অফিস ওয়েবসাইট হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত ভেরিফিকেশন নম্বরটি 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী' এর নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ ও প্রতিপাদনসূচক স্বাক্ষর করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট এক কপি (Hard Copy) প্রেরণ করিবে।

(৯) এই সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবহার নির্দেশিকা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহা বেতন নির্ধারণী ওয়েব সাইট (www.payfixation.gov.bd), অর্থ বিভাগ (www.mof.gov.bd) এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (www.cga.bd.org) কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাইবে।

(১০) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস চূড়ান্তভাবে প্রতিপাদনকৃত 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী'-এর ভিত্তিতে বেতন পরিশোধ করিবে এবং এই প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

২৯। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫-এর কোন বিধানাবলীর বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে জাতীয় বেতনস্কেল আদেশ, ২০১৫ অনুসরণ করিতে হইবে।

৩০। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯, (বাংলাদেশ পুলিশ), অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ, এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির সহিত সঞ্জতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd